মাধ্যমিক পরীক্ষায় নতুন নিয়মঃ গণফেল ও বিপর্যয় রোধের পদক্ষেপ নিন

শাহজাহান মাহমুদ

মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ '৯২ সাল হতে তিন বছরের জন্য সীমিত (৫০০) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যাংক চালু করে নৈর্ব্যক্তিক (৫০٪) ও রচনামূলক (৫০٪) উভয় বিষয়ে সম্মিলিতভাবে পাস পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু এ ভ্রান্ত পদ্ধতি চালু করার ফলে বিগত তিন বছরে দেশে যত স্টার, লেটার ও প্রথম বিভাগপাত ঘটেছে সম্ভবত শত-সহস্র জনমেও তা আর ঘটা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় হতবুদ্ধি শিক্ষা বোর্ড ও কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার ফলাফলজনিত অনাসৃষ্টি বিগত তিন বছর যাবৎ ঠায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করার পর সম্প্রতি বেশকিছু কঠোর ও নিবর্তনমূলক নিয়ম-পদ্ধতি চালু করেছেন। নতুন নিয়মাবলীর উল্লেখযোগ্য দিক হলো ঃ (এক) পূর্বের সীমিত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যাংক বাতিল ও তদস্থলে সীমাহীন নৈর্ব্যক্তিক পাঠ্যক্রম প্রবর্তন, (দুই) ঃ নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক বিষয়ে সমন্বিত পাসের স্থলে নতুন নিয়মে বাধ্যতামূলক পৃথক পৃথক পাস, (তিন) ঃ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক বিষয়সমূহের মার্ক ২৫-এর স্থলে ৪০-এ পুনর্বণ্টন, (চার) ঃ ব্যবহারিক বিষয়সমূহের পরীক্ষা নিজ বিদ্যালয়ের স্থলে নিজ নিজ পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, (পাঁচ) ঃ বিগত বছরের প্রশ্নপত্র থেকে বাধ্যতামূলক প্রশ্ন নির্বাচন, (ছয়) ঃ সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নিয়ম ইত্যাদি। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও বোর্ডের এ সকল পদক্ষেপ আপাতদৃষ্টিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান-বহর বৃদ্ধিতে সহায়ক মনে হলেও তথ্যাভিজ্ঞ মহল এসব কঠোর পদক্ষেপের গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতার ব্যাপারে গভীর সংশয় প্রকাশ করছেন। কারণ, শিক্ষকদের কোচিংবাজির দৌরাত্ম্যে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিছক নোট, গাইড ও গণটাকাটুকিতে পর্যবসিত হয়েছে এবং তা গুরুগৃহ ও কোচিং সেন্টারে স্থানান্তরিত হয়েছে। এমতাবস্থায় মাথাভারি নতুন সিলেবাস ও নতুন নিয়মের শক্ত বাঁধন, কষণ দিয়ে বিদ্যাবহর বৃদ্ধিতো দূরের কথা বরং তা ব্যাপক হারে গণটোকাটুকি, নকলবাজি, গণফেল ও ঢালাও নিপর্যয়কে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে।

প্রণিধানযোগ্য, নতুন নিয়ম-পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের পূর্বের ১০টি বিষয়ে সমন্বিত পাসের স্থলে এখন থেকে ১৯টি নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক বিষয়ে পৃথক পৃথক পাসের দুরূহ ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। এবং পূর্বের সীমিত (৫০০) প্রশ্নব্যাংকের স্থলে অন্তহীন নৈর্ব্যক্তিকের দুর্বহ গুরুভার বহন করতে হবে। তদুপরি পরীক্ষার্থীদের অজানা পরিবেশে অপরিচিত পরীক্ষকদের নিকট প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এমতাবস্থায় নতুন নিয়মে তুখোড় মেধাবী ছাত্রছাত্রীর পক্ষেও স্টার, লেটার ও প্রথম বিভাগতো দূরের কথা, দ্বিতীয়-তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়াও দুষ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পাস হার সংকোচনপ্রসূত নিবর্তনমূলক কঠোর পদক্ষেপ আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের ঢালাও গণফেল ও দ্বিতীয়-তৃতীয় বিভাগের গুরুতর বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারে। আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের জন্য এটা গুরুতর দুঃসংবাদ হলেও ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়। ঢালাও গণফেল বা কোন মতে টেনেটুনে পাস করার পরও নতুন নিয়মের পরীক্ষার্থীদের জন্য ভবিষ্যৎ ভর্তি বা কর্মের ক্ষেত্রে অপেক্ষা করছে আরো কঠিন দুর্ভোগ। বিশেষত কলেজগুলোতে, আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে বিগত তিন বছরের লাখ লাখ স্টার, লেটারসহ প্রথম, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের মধ্যে তিন লক্ষাধিক ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী এখনো কলেজে ভর্তি হতে পারেনি, কিংবা পছন্দসই কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি। লাখ লাখ স্টার, লেটারসহ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগধারী ভর্তি উদ্বৃত্তরা আগামীতে কোন মতে টেনেটুনে দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের সাথে কলেজ বা কর্মস্থলে, ভর্তি বা নিয়োগে প্রধান প্রতিবন্ধক বা মূল প্রতিদ্বন্দ্বি হবে। এবং বিগত দিনে লাখ লাখ স্টার লেটারধারীদের মোকাবেলায় আগামী দিনের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বা নিয়োগসহ জীবনের প্রায় সর্বস্তরে মারাত্মক বিপর্যয় ও বিপুল ভরাডুবির কারণ ঘটবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষা বোর্ড ও কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন ও শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে কেন এমন ধ্বংসাত্মক ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে? নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু শুরুতে কেন এর অন্তত পরিণতির দিকটা একবারও ভেবে দেখা হয়নি? কেনইবা তাৎক্ষণিকভাবে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি বাতিল, কিংবা সীমিত প্রশ্ন ব্যাংকের কলেবর ধীরে ধীরে বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়নি? শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কেন তিন বছর ধরে সীমিত প্রশ্নব্যাংক, চালু রেখে বিপর্যয়কর স্টার, লেটারপাত চোখ বুঁজে উপভোগ করলেন? আর কেনইবা তিন বছর পর নিবর্তনমূলক কঠোর নিয়ম-পদ্ধতি ও নানামুখী শক্ত বাঁধন-কষণ দিয়ে পাস সংকোচন এবং লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে ঢালাও গণফেল ও দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগের বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিলেন? সংক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জিজ্ঞাস্য, সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষার দেশে বিগত ৩ বছরের লাখ লাখ স্টার, লেটারসহ প্রথম, দ্বিতীয় বিভাগকে আগামী দিনের কোনমতে টেনেটুনে দ্বিতীয়-তৃতীয় বিভাগ দ্বারা কিভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব? কি দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের এ দুস্তর ব্যবধান, ভারসাম্যহীনতা ও বৈষম্য দূর করা হবে? শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের এ বিপুল ক্ষতি ও অনিষ্ট কি দিয়ে পুষিয়ে দেবেন? যে দেশে প্রথম বিভাগের কড়কড়ে সার্টিফিকেট, খাতির, তদবির ও কালো টাকাই সব কিছুর নিয়ামক, সেদেশে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কোন্ যুক্তিতে তিন বছর ধরে বেশুমার ছাত্র-ছাত্রীকে উদার হস্তে স্টার লেটার সমন্বিত প্রথম বিভাগের বর্ণাঢ্য সার্টিফিকেট উপহার দিলেন, আর কেনইবা আগামী দিনের লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে নির্দয় হস্তে গণফেল ও দায়সারাগোছের দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগ দ্বারা জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বঞ্চিত ও নিগ্রহ করবেন? কেন ছাত্রে ছাত্রে, পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থীতে এ ঘোর বৈষম্য কৃত্রিম ভারসাম্যহীনতা, নিষ্ঠুর অবিচার? শিক্ষা জগতে কেন এত নৈরাজ্যকর উদ্ভট নিয়ম-কানুন, দুর্নীতি, অবিচার? কম্পিউটার পদ্ধতির নামে কেন হাজার হাজার পাসকে ফেল এবং ফেলকে পাস দেখানো হয়? হাজার, হাজার ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কি করে অবাধ দুর্নীতি চলে? কেমন করে পরীক্ষার খাতা হোটেলে- দোকানে চালান হয়, রদবদল চলে, ফলাফল, সার্টিফিকেট ও প্রশ্নপত্র বিকিকিনি হয়? শিক্ষার রাজ্যে এ কোন তোঘলকি কান্ড, নৈরাজ্যের রাহুগ্রাস? কি কর্কশ, অশ্লীল, অশ্রাব্য ভাষায় এসব অন্যায়, দুর্নীতি ও অযোগ্যতার প্রতিবাদ হওয়া উচিত? এসব অনাচার, দুর্নীতির কি চরম দন্ড দেয়া চলে? সরকার দরিদ্র জাতির রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বছরে পৌনে চার হাজার কোটি টাকা খরচ করে শিক্ষা বিভাগ, দপ্তর ও বোর্ডে এ কেমন অযোগ্য, দুষ্টমতি, কুচক্রীদের ঠাঁই দিয়েছেন? শিক্ষা বোর্ড, দপ্তর, বিভাগে বসে এরা জাতির শিক্ষা ও কৃষ্টি ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে শিক্ষা বিভাগ থেকে এ সকল দুর্নীতিপরায়ণ, কুচক্রীদের নির্মূলের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শিক্ষাকে সর্বনাশা চক্রান্তের রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা করা।

উল্লেখ্য, নতুন নিয়ম পদ্ধতির ব্যাপারে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা ইতিপূর্বে যে অভিযোগ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে তাদের একটি অভিযোগ, উপলব্ধি, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে খন্ডন করা সহজসাধ্য কাজ হবে না। সুতরাং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বোর্ডের উচিত পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দয় ও অবিবেচক না হয়ে তাদের অভিযোগ ও উৎকণ্ঠাকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা। আগামী দিনের বিপর্যয়, শিক্ষা বৈষম্য ও অবিচার থেকে রক্ষাকল্পে নতুন নিয়মের কঠোরতা যৌক্তিক পর্যায়ে শিথিল করা। নৈর্ব্যক্তিক পাঠ্যক্রম ধাপে ধাপে বৃদ্ধি এবং নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক বিষয়ের পাসকে আরো কিছুকাল একীভূত রাখা। সর্বোপরি শিক্ষা ও পাঠ্যক্রমকে নৈতিক মান সমৃদ্ধ ও উৎপাদনক্ষম করে তোলে সাজানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শিক্ষকদের গৃহ শিক্ষকতা ও প্রাইভেট কোচিংকে কঠোরভাবে বন্ধ করা।

FREE FROM PARAMETERS
BANGLADESH BUREAU OF EDUCATIONAL INFORMATION AND STATISTICS